বঙ্গবন্ধু তনয়ার হাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ

আফরোজা নাইচ রিমা

যে স্বপ্ন নিয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বাধীন ভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হলো সেই গোছানো স্বপ্ন । ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত হলো বাংলাদেশ ।ঠিক একই ঘটনার পুনারাবৃত্তি ঘটলো ১৯৮১ সালের ১৭ মে । বাঙালিকে দ্বিতীয়বার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ইতিহাস লিখতে হলো ।

ডোরাকাটা তাঁতের মোটা শাড়ি পরা শেখ হাসিনা দেশে ফিরে এসে বলেন, 'বাংলার মানুষের পাশে থেকে মুক্তি সংগ্রামে অংশ নেয়ার জন্য আমি এসেছি। আমি আওয়ামী লীগের নেত্রী হওয়ার জন্য আসিনি। আপনাদের বোন হিসেবে, মেয়ে হিসেবে, বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী আওয়ামী লীগের কর্মী হিসেবে আমি আপনাদের পাশে থাকতে চাই।' সেদিনের অবিনশ্বর ভাষণই আজ উন্নয়নশীল বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি। বাংলাদেশ এখন স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) পদক ঘুচিয়ে উন্নয়নশীল দেশ।

স্বাধীনতার ৫০ বছরে বাংলাদেশের অপ্রতিরোধ্য উন্নয়নের স্বীকৃতি এসেছে যুক্তরাজ্যভিত্তিক অর্থনৈতিক গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর ইকোনমিক্স অ্যান্ড বিজনেস রিসার্চের সর্বশেষ প্রকাশিত 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক লিগ টেবিল- ২০২২' প্রতিবেদন থেকেও। এই প্রতিবেদনে বাংলাদেশকে ২০২০ সালের সূচকে বিশ্বের ১৯৬টি দেশের মধ্যে ৩৫তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ হিসেবে পরিচিতি দেওয়া হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, আগামী ১৫ বছর পর অর্থাৎ ২০৩৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে বিশ্বের ২৫তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ।

বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, স্বাধীনতা অর্জনের পর গত পাঁচ দশকের শেষ দুই দশকে প্রায় প্রতিবছর আগের বছরের তুলনায় জিডিপি বেড়েছে গড়ে এক শতাংশ হারে। দেশের মানুষের বর্তমান মাথাপিছু আয় বেড়ে ২ হাজার ৮২৪ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে, যা স্বাধীনতার পর ৭০ দশকে ছিল ৫০ থেকে ৭০ ডলারের মধ্যে। এমডিজিতেও রয়েছে প্রভূত সাফল্য । রয়েছে দারিদ্র্য নিরসনে অসামান্য অবদান। যুক্তরাষ্ট্রের ব্লুমবার্গ বলেছে, বাংলাদেশ হতে পারে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশ।

বর্তমানে বাংলাদেশের মানুষের প্রত্যাশিত গড় আয়ু ৭৪ দশমিক ৪ বছর, গড় শিক্ষাকাল ৫ দশমিক ১ বছর এবং প্রত্যাশিত শিক্ষাকাল বেড়েছে ছয় বছর। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) 'ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স-আইডিআই ২০১৮ র‍্যাংকিংয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন সূচকে ভারতের চেয়ে ২৮ ধাপ এবং পাকিস্তানের চেয়ে ১৩ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ। সংস্থাটির গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট ২০১৬-এর তথ্য অনুযায়ী লিঙ্গসমতা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ এশিয়ায় সবচেয়ে সফল দেশ।

বাংলাদেশের উচ্চপ্রবৃদ্ধির পেছনে তিনটি ভিত্তি কাজ করেছে- রফতানি, সামাজিক খাতে অগ্রগতি ও আর্থিক দূরদর্শিতা। ২০২২-২৩ সময়ে বাংলাদেশের রফতানি প্রবৃদ্ধি হলো ৬ দশমিক ৬৭ শতাংশ। বাংলাদেশের অর্থনীতি দ্রুত বেড়েছে। করোনার আগের চার বছরের গড় প্রবৃদ্ধি চীনকেও ছাড়িয়ে গেছে। এর পেছনে অন্যতম রহস্য হলো মেয়েদের শিক্ষা ও কর্মে অংশগ্রহণ। বাংলাদেশে এখন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা বেশি। শ্রীলঙ্কা যখন অর্থনৈতিক মন্দার দিকে ধাবিত হচ্ছে তখন দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক মিরাকল হিসেবে নিশ্চিত হয়েছে। বাংলাদেশ অভাবনীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতির মাধ্যমে আঞ্চলিক যোগাযোগ, ব্যবসা ও বিনিয়োগ সুযোগের উদীয়মান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। করোনার সময়ও দেখা গেছে, ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হার ৩ দশমিক ৪ শতাংশ ছিল যেখানে বিশ্বের বড়ো বড়ো অর্থনীতির দেশসহ বেশির ভাগ দেশেই এ হার ছিল নেতিবাচক।

অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বাংলাদেশের রূপান্তরের পেছনে সবচেয়ে ভূমিকা পালন করেছে সরকারের ব্যবসায়িক পরিবেশ উন্নতির জন্য অবকাঠামোভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ মেগা প্রকল্প। প্রায় প্রতিটি উপজেলায় গ্রামে গ্রামে সড়ক সংযোগ ও বিদ্যুৎ সুবিধা দেওয়ার ফলে প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র ও বাজারগুলোয় সংযুক্ত হয়েছে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা চলে এসেছে। দেশে এখন ডিজিটাল রূপান্তর চলমান রয়েছে । বর্তমানে মোবাইল সিম ব্যবহারকারীর সংখ্যা এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা যথাক্রমে ১৮ কোটি এবং ১৩ কোটির বেশি। প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা বিশ্বের বিভিন্ন গণমাধ্যমে উঠে এসেছে। তাঁর অর্থনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায় রূপকল্প ২০২১ প্রণয়নের মধ্য দিয়ে। তাঁরই দিকনির্দেশনায় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, কৃষি ও পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য অভূতপূর্ব শতবর্ষের ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রণয়ন করা হয়। সামাজিক সুরক্ষা পদ্ধতিকে আরো কার্যকর ও গতিশীল করার জন্য জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন করা হয় ,যেখানে Mother and Child Benefit Program এর ন্যায় নেওয়া হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি।

সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন ২০২৩ বর্তমান সরকারের আরেকটা উন্নয়নের নব দিক। রূপকল্প ২০২১-এর পর রূপকল্প ২০৪১-এর সমৃদ্ধিশালী দেশ হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে দেশকে এগিয়ে নিতে তিনি দৃঢ়প্রত্যয়ী। দেশকে উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়েই সরকার বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য নিরসনে কাজ করছে। প্রয়োজনীয় ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো দ্রুত গড়ে তুলেছে। উদ্যোক্তা মনোভাব জাগিয়ে তোলা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বের আরেকটি আলোকিত দিক। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশে কাজে নিয়োজিত মানুষের সংখ্যা ছিল ৬ কোটি ৮ লাখ। ৫ বছরের ব্যবধানে ২০২২ সাল শেষে দেশে এ সংখ্যা হয়েছে ৭ কোটি ৭ লাখ ৮০ হাজার। এই ৫ বছরে দেশে ৯৯ লাখ ৮০ হাজার নতুন কাজের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। যেখানে এসব মানুষ কাজে যুক্ত হয়েছেন। [বিবিএস জরিপ -২০২২] গ্রাম ও মফস্বলে এখন উদ্যোক্তা সৃষ্টি হচ্ছে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ হচ্ছে। ব্যাংকিং খাতের পাশাপাশি ক্ষুদ্রঋণের সম্প্রসারণের ফলে মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যাপক অংশগ্রহণ বেড়েছে।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত, দুর্নীতি ও শোষণহীন সমৃদ্ধ এক বাংলাদেশ। 'বাংলার মানুষের মুক্তি' এই দর্শনের ওপর ভিত্তি করে বঙ্গবন্ধু আধুনিক রাষ্ট্রের রূপরেখা প্রণয়ন করেছিলেন, যা দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-১৯৭৮) প্রতিফলিত হয়েছিল। তাঁরই দেখানো পথ ধরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শক্তিমান ও দক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ এশিয়ার সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশ। বর্তমান সরকারের সময়েই সারাদেশে ৫৬০টি মডেল মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। স্বপ্নের পদ্মা সেতু বাংলাদেশকে দিয়েছে বিশ্বের দরবারে এক নতুন মর্যাদা। মেট্রো রেলের চলমান নির্মাণ কাজ যোগাযোগের অন্যতম দিগন্ত। চট্টগ্রামে কর্ণফুলি নদীর তলদেশ নির্মিত দেশের প্রথম টানেল এখন উদ্বোধনে অপেক্ষায়। যা হবে চীনের সাংহাই এর মতো ওয়ান সিটি টু টাউন। সমগ্র বাংলাদেশে এখন রেল যোগাযোগের আওতায় আনার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দক্ষিণের অনেক জেলাকেই ইতিমধ্যে সংযুক্ত করা হয়েছে। অচিরেই সরারাদেশে রেল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে। দিয়ে বহুলেন টানেল নির্মাণের প্রথম টানেল সমাপ্ত হয়েছে। মাতারবাড়িতে নির্মাণ করা হচ্ছে গভীর সমুদ্র বন্দর, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পর আবার ঢাকার যাত্রাবাড়ী থেকে মাওয়া হয়ে ফরিদপুরের ভাঙ্গা পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মানের এক্সপ্রেস হাইওয়ের যুগে পা রাখলো বাংলাদেশ।

ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ঢাকা ইপিজেড ও উত্তরবঙ্গের সঙ্গে চট্টগ্রাম বন্দরের যোগাযোগ সহজ হওয়ার পাশাপাশি ঢাকার যানজট নিরসনে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েটি বাংলাদেশের মানুষের জন্য বহুল প্রতীক্ষিত যেনো এক আনন্দ প্লাকার্ড। 'অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়নে শেখ হাসিনা মডেল' হিসেবে আশ্রয়ণ প্রকল্প একদিকে যেমন বিশ্ব প্রশংসনীয় ,অন্যদিকে ভূমিহীন বাংলাদেশের মানুষের জন্য খুলে দিয়েছে অবারিত দুয়ার।

স্টিফান ডারকনের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলতে হয়, 'বাংলাদেশ ক্রমাগত বিশ্বকে অবাক করে দিতে থাকবে'। বঙ্গবন্ধু তনয়া আলোর ঘর। যিনি অন্ধকারেও আলোর পথ দেখান। বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর তনয়া সাহিত্য, ইতিহাস, সভ্যতা, দর্শন, সংস্কৃতি, রাজনীতি, ধর্ম, সমাজ ও বিজ্ঞানে আলোর পথ দেখিয়ে গেছেন ,দেখিয়ে যাচ্ছেন, দেখাবেন আগামীতেও ।যুগ থেকে যুগে , প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ফিরে ফিরে আসুক বঙ্গবন্ধু তনয়া শেখ হাসিনা। ৭৭তম জন্মদিন আরও আলোকিত করুক অগণিত প্রাণকে, ফিরে ফিরে আসুক বারেবার। দীর্ঘদিন বেঁচে থাকুন বাংলাদেশের আপামর জনতার জ্যোতি শেখ হাসিনা। সফলের শীর্ষ চূড়ায় নিয়ে যাক বাংলাদেশকে।

#

লেখক: উপ-প্রকল্প পরিচালক, তথ্য অধিদফতর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

পিআইডি ফিচার